তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

ধনধান্য

শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮

২০১৭ - ১৮ শিক্ষাবর্ষের কিছু মুহূর্ত

স্বাধীনতা সংগ্রাম
ও আন্দোলনের উপর কর্মশালার আয়োজন

জাতীয় ভোটার দিবস-২০১

প্রাক-শারদীয়া - ২০১৭

শিক্ষক দিবস - ২০১

শিক্ষক দিবস - ২০১৭

স্বাধীনতা সংগ্রা
ও আন্দোলনের উপর কর্মশালার আয়োজ

কলেজ পত্রিকা

দ্বিতীয় সংকলন ২০১৭-১৮

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদীয়া

কলেজ পত্রিকা

দ্বিতীয় সংকলন ২০১৭-১৮

প্রকাশক ঃ-
ড. গোবর্দ্ধন রানো

সত্ত্বাধিকারী ঃ-
ড. গোবর্দ্ধন রানো

প্রকাশকাল ঃ-
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

প্রচ্ছদ ঃ-
পল লেডেন্ট
স্টিল লাইফ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও নামাঙ্কন :
ড. শিবশংকর পাল

অলংকরণ ঃ-
ড. শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ-
বুল্টি অধিকারী

সম্পাদক ঃ-
শাশ্বত কুশারী
নীতীশ ঘোষ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	
শুভেচ্ছা	১
	২
অন্তর্ঘাত	৩
ড. শিবশংকর পাল	
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা তা প্রশ্নাতীত?	৪
সুমন্ত হালদার	
ভালোবাসার স্বরূপ কী?	৮
কৃষ্ণকান্তি হালদার	
দুঃখী মাঝি	১২
জাহির মন্ডল	
আমাদের গ্রাম	১২
জাহির মন্ডল	
জীবন উদ্যান	১৩
সুমন মন্ডল	
বৃষ্টি	১৩
কল্যান চন্দ্র পাল	
ছাত্রবন্ধু	১৪
সুমন মন্ডল	
আমার পরিবার	১৬
সুস্মিতা মন্ডল	
নীল গগন	১৬
অনিন্দিতা বিশ্বাস	
দুর	১৭
সুরজ আলি সেখ	

ইতির ইতি — ১৭
মৌমিতা হালদার

কেন? আমরা মেয়ে বলে — ১৮
দীপা মিস্ত্রি

শিকড়ের টান — ১৮
অক্ষয় বিশ্বাস

শবখাদক — ১৯
বনানী বিশ্বাস

ভালোলাগা — ২১
দীপান্বিতা মন্ডল

প্রিয় বাবা — ২২
দীপান্বিতা মন্ডল

ঝান্ডা — ২৩
কৌশিক বিশ্বাস

কবির কলম — ২৩
কৌশিক বিশ্বাস

আশার পরিণতি নিরাশা — ২৪
মানসী মন্ডল

নিস্ফল ভারত — ২৫
মুজাহিদ্দিন সেখ

ছুটি — ২৫
পৌলমী মন্ডল

স্বপ্ন ফেরি — ২৬
সুরজ আলি সেখ

অপমৃত্যু — ২৬

সুরজ আলি সেখ

ছাত্রদল ২৬
সৌমি মাঝি

নিয়তি ২৭
অনামিকা রায়

বাংলা ভাষা ২৯
সৌমি মাঝি

প্রসাদ ২৯
শর্মিষ্ঠা মন্ডল

তথ্য ৩১

সম্পাদকীয়

নদিয়া জেলার প্রান্তভূমিতে, জলঙ্গি নদীর তীরে তেহট্টের জনপদে সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজ। পঠন-পাঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যদিয়ে কলেজ তার যাত্রাপথ শুরু করেছে। যার লক্ষ্যমুখী পরিণাম বনস্পতির বেড়ে ওঠা কিংবা জীবদেহের পরিণতির মতো। আর তার-ই আনুষাঙ্গিক উপাদান কলেজ পত্রিকা। যা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার অন্যতম দর্পনরূপে সর্বজন স্বীকৃত। এই মানদন্ডকে শীরোধার্য করে প্রকাশিত হলো তেহট্ট গভর্নমেন্ট কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক পত্রিকা 'ধনধান্য'।

আমাদের এই পত্রিকায় অধিকাংশ সাহিত্য প্রকরণকেই সুচারুরূপে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণই একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। যার প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ সম্পাদকদ্বয় বহু রচনাকে মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাদ দিতে অক্ষম হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কলেজের প্রতিটি অধ্যাপক তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। রচনা নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট হলে তার দায় সম্পাদকদ্বয়ের।

কলেজের এই পত্রিকা প্রকাশে যার নাম করাটা আনুষ্ঠানিকতার নামান্তর বা বড় বেশি পোশাকি হয়ে উঠবে, আবার নাম না করাটাও অকৃতজ্ঞতার সামিল; তিনি হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শিবশংকর পাল মহাশয়। কারণ পত্রিকার নামকরণ, অলংকরণ — মোটকথা পত্রিকার গর্ভযন্ত্রনা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত সহ্য করেছেন শিক্ষানবিশ সম্পাদকদ্বয়ের অত্যাচার।

শিল্পসাধনা যাঁর জীবনের প্যাশান, ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবনের সমন্বয় সাধন যাঁর শিল্পকর্মের মূলসুর — একালের সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পল লেডেন্ট তাঁর অন্যতম সেরা 'স্টিল লাইফ' চিত্রটিকে আমাদের পত্রিকার প্রচ্ছদপটের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. গোবর্দ্ধন রানো মহাশয়। পত্রিকার প্রুফ সংশোধনে ও পান্ডুলিপির সমস্ত রচনা সাগ্রহে পড়ে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রীতিন দত্ত মহাশয়। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এর সম্পূর্ণ দায়ভার সম্পাদকদ্বয়ের।

ধন্যবাদান্তে
শাশ্বত কুশারী
নীতীশ ঘোষ

শুভেচ্ছা

আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে : গুরু মেলে লাখ লাখ শিষ্য মেলে এক। এই প্রবাদ বাক্যটি জনগণের মধ্যে অনন্ত কাল ধরে ধ্বনিত হয়ে আসছে। কারণ আমরা এটি বিশ্বাস করি ও সত্য বলে জানি। যে কোনো ধরনের শিক্ষার পথে শিক্ষার্থী বা শিষ্যের মনোভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্খা থাকলে শিক্ষালাভ বা জ্ঞানলাভ সহজেই হয়ে থাকে। হাজার বছরের অন্ধকার বদ্ধ ঘরও আলোকের প্রভাবে এক মুহূর্তে আলোকিত হয়। সুতরাং সত্য ও জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের অজ্ঞানতার বদ্ধ দ্বার খুলে দিতে হবে, জ্ঞানলোক আসার সুযোগ করে দিতে হবে। শিষ্য হওয়া সহজ নয়। তার জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। অনেক নিয়ম পালন করতে হয়। প্রথমেই সব রকম লাভ লোকসানের উপরে উঠে জ্ঞান লাভের জন্য উঠে পরে লাগতে হবে। তারপর মনকে শান্ত করতে যত্নবান হতে হবে। মন বড়ো চঞ্চল। অনেকটা মদ্যপ বাঁদরের মতো। এক মুহূর্ত স্থির হতে দেয় না। যখনই ধ্যান করতে বসি, তৎক্ষণাত জগতের কু-চিন্তাগুলি মনে এসে উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্যপারটি খুব বিরক্তিকর। আমি যেন মনের দাস। মন যতক্ষন চঞ্চল ও আয়ত্তের বাইরে ততক্ষন কোনরূপ গভীর চিন্তা সম্ভব নয়। শিষ্যকে মনঃসংযম শিক্ষা করতে হবে। মনের কাজ অবশ্যই চিন্তা করা। আমরা যা চিন্তা করি মনকে দিয়ে যেন তা করাতে সমর্থ হয়। প্রকৃত শিষ্য হতে গেলে মনের এরূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইতি

ড. গোবর্দ্ধন রানো

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

অন্তর্ঘাত

(একটি ইকোপোয়েট্রি)

Dr. Shibshankar Pal
Asst. Prof. Bengali
Tehatta Government College

এই সেই গাছ
আমার প্রপিতামহের হাতে রোপিত
এর প্রতিটি পাতায়
আমাদের পরিবারের অক্ষর এমবস করা আছে
রোদের ভেতর থেকে এসে
রান্নার মাসি হাত লাগালে যে ভোজসভা বসত
গাছ তার রান্নাঘরের প্রতিটা ব্যঞ্জন চেখে নিয়ে
হাঁটা দিত তারাদের দিকে
তখন বিকেল ফুরিয়ে নামত কলম
কলম থেকে ছড়িয়ে পড়ত
সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস
ইতিহাস থেকে হৃদয়সংবাদ
কাঠাভর্তি বীজধান
সেই গাছ
স্ফটিক টুকরো হাতে
ফিরে যেত কৈশোরের বাদাবনে
বাদাবনের অপর পারে তখন
টিপ পরে দাঁড়িয়ে
আমাদের গুষ্টিজন্মের মায়াশাড়ি
আমরা বহুকাল
সেই আঁচলতলে নিবিড় ছিলাম
ইদানিং ভুসোচক্রে বেয়াদপ
রংবাজি করে দেয়াল থেকে তুলে দিয়েছি
শব্দফ্রেমের বেদনা ও হাজিরা খাতা
স্বপ্নের তাল তমাল বনরাজি.....

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা তা প্রশ্নাতীত?

Sumanta Halder
B.A 2nd Year (History Honours)
Tehatta Government College

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিরাট ধবংস কার্য শেষ হওয়ার মাত্র ৭০-৮০ বছরের মধ্যেই অর্থাৎ একুবিংশতকের শেষের দিকে আবার পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন দেশ ধবংস লীলায় মত্ত হয়ে পড়বে বলে মনে বিশেষত পারমানবিক শক্তিধর দেশগুলি যথা: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, চীন এবং ভারত। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই কোনোনা কোনো ভাবে এই বিশ্ব যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে একটি অন্যতম ছোটো দেশ উত্তর কোরিয়া পরমানু যুদ্ধে মত্ত হওয়ার জন্য উত্তাল হয়ে উঠেছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হবে কি না তা প্রশ্নাতীত ? এখানে দুইটি শক্তি জোট দেখা যাচ্ছে- একদিকে উত্তর কোরিয়া, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া আর অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ভারত।প্রশ্ন এখানেই যে, যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হয় তাহলে ভারতের এই যুদ্ধে কী ভূমিকা থাকবে? না কি ভারত এই যুদ্ধে অংশ নেবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পূর্বে জার্মানির চ্যান্সেলার 'হিটলার' এবং ইতালির ফ্যাসীবাদী দলে নেতা 'বেনিটো মুসোলিনি'-র উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের ফলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হয় তবে বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার তানাসা 'কিম-জং-উন' এর দ্বারা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হতে পারে।

সম্প্রতি কালে উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম কামান্ডোর 'কিম-জং-উন' কয়েক বছর ধরে একের পর এক নিউক্লিয়ার মিশাইল পরীক্ষা করেই যাচ্ছে। বর্তমান বিশেষজ্ঞদের মনে এক তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আভাস থেকেই থাকছে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার এই রকম পরমাণু পরীক্ষা দেখে প্রচন্ড ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৮৫ খ্রীঃ উত্তর কোরিয়া N.T.P.(Normal Temperature and Pressure) চুক্তি করে ছিল যে, সে পরমাণুহাতিয়ার তৈরি করবে না। কিন্তু ২০০৩ সালে উত্তর কোরিয়া N.T.P থেকে আলাদা হয়ে যায়। উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষা ২০০৬ সালে ৯ই অক্টোবর। দ্বিতীয় বার পরমাণু পরীক্ষা করে ২০০৯ সালে ২৫শে মে। তৃতীয়বার পরমাণু পরীক্ষা করে ২০১৩ সালে ১৩ফেব্রুয়ারি। চতুর্থবার পরমাণু পরীক্ষা করে ২০১৬ সালে ৬ই জানুয়ারি (হাইড্রোজেন পরমাণু বোম পরীক্ষা করে) পঞ্চমবার পরমাণু পরীক্ষা করে ২০১৬ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর এবং ষষ্ঠবার পরমাণু পরীক্ষা করে উত্তর কোরিয়া ২০১৭ সালে।

১৯৫০-১৯৫৩ খ্রীঃ কোরিয়া যুদ্ধে না আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া পরাজিত হয় না উত্তর কোরিয়া, চীন ও রুশ পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ এখনও জারি আছে এই যুদ্ধে চীন ও রুশ মিলে আমেরিকাকে পরিতৃপ্ত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পররর্তী সময়ে ৩৮০০০ অক্ষাংশ বরাবর প্রাচীর তৈরি করা হয় যা D.M.Z (De Military, Zone) বলা হয়। এই প্রাচীরের দ্বারা উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে ভাগ করা হয়। উত্তর কোরিয়ায় রুশ শাসন কর্তৃক সরকারি নাম রাখা হয় গণতান্ত্রীক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি নাম রাখা হয় প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া। তারপর থেকেই দুই কোরিয়ার মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে।

উত্তর কোরিয়ার তানাসা কিন-জং-উন কয়েক বছর ধরে নিউক্লিয়ার শক্তি ও বিভিন্ন অস্ত্র, মিশাইলের দেশে পরিণত হয়।

বিভিন্ন মিশাইল যেমন-ICBM (Inter Continental Ballistic Missile), টর্নেডো, ইউরো, টাইফুন, গ্রিপেন, F-18 বিমান, নোডং, মুসুডান, হ্বাংসাংফাইট -5, হ্বাংসাংফাইট -6, ফুকগুকসং মিশাইল এবং সর্ব সেরা মিশাইল KN-08 যা (১১,

৫০০ কি মি) ও মিশাইল KN-14 যা (১০,০০০ কি মি) পর্যন্ত ক্ষেপন করতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার প্রতিপক্ষ দেশের রাষ্ট্রপতি যথা ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প,দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি জে.ইং এবং জাপানের রাষ্ট্রপতি সিন. জো. আবে প্রমুখরা উত্তর কোরিয়ার পরমাণু পরীক্ষা দেখে শঙ্কিত হবে অ্যান্টি মিশাইল ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করছে। উত্তর কোরিয়ার এই রকম মনোভাব হওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে; অথচ উত্তর কোরিয়ার ৩০ শতাংশ আবাদী বসবাস করে ।

কোরিয়ায় পেনিন সুলাতে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্র মিলে প্রায় ৩ লক্ষ সৈন অভ্যাস করে এবং উত্তর কোরিয়ায় বিনা অনুমোদনে ঢোকার চেষ্টা করে। উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন স্থানে আমেরিকা তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিলে ২০১৬ সালে ২৫শে মার্চ মিলিট্রি ড্রিল ও কয়েক হাজার মিশাইল ক্ষেপন করে। এর পাল্টা জবাব স্বরূপ উত্তর কোরিয়াও বিভিন্ন মিশাইল লঞ্চ করে এবং বিভিন্ন পরমানু শক্তি পরীক্ষা করে যা ঠান্ডা লডাই আরও জোড়ালো হয়। যা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হতে কিম-জং-উন তাঁর লক্ষ্যে ত্বরান্বিত করতে বাধ্য করে।

ভারতের ডিফেন্স বিশেষজ্ঞ পি.কে সেহগল-এর মতে, উত্তর কোরিয়ার তানাসা কিম-জং-উন নিউক্লিয়ার বোমকে ক্রিকেট বলের মতো ভাবছে যে-যখনই ইচ্ছা হল তখনই ফেলে দিলাম। উত্তর কোরিয়া বিভিন্ন প্রপোগেন্ডা ভিডিও জারি করে আমেরিকাকে ভয় দেখাই। উত্তর কোরিয়ার তানাসা কিম-জং-উন প্রমান করার চেষ্টা করে যে, পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ হল উত্তর কোরিয়া। কিন্তু বলা বাহুল্য:উত্তর কোরিয়ার এই রকম ব্যবহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরমানু শক্তিধর দেশ আমেরিকা বারবার মেনে নেবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হতে পারে। উত্তর কোরিয়া প্রথমে নিশানা করতে পারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি যেখানে লিঙ্কন মেমোরিয়াল অবস্থিত। তাছাড়া জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে তে, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলতে। এর পাল্টা জবাবে আমেরিকা,জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া মিলে উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়ং-এ তে পরমানু হামলা প্রথমে করতে পারে। উত্তর কোরিয়ার তানাসা কিম-জং-উন বলেন যে- যদি আমেরিকার হাবভাব দেখে ঠিক না লাগে, যদি তাঁর মনে কোনো রকম ভয় হয় যে আমেরিকা পরমাণু হামলার জন্য তৈরি তবে তার আগেই উত্তর কোরিয়া আমেরিকার উপর আক্রমণ করে দেবে। ২০১৭ সালে ১৫ই এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার 'National Day' বা একে 'Day of Saw' বলে গতবছরে উত্তর কোরিয়া ৮৫তম সেনা দিবশ পালন করে। এই দিনে বিভিন্ন রণ কৌশল প্রদর্শন করে উত্তর কোরিয়া। যেমন - ICBM মিশাইল, পরমাণু হাতিয়ার, যুদ্ধ বিমান প্রভৃতি। এই দিনে ষষ্ঠতম পরমাণু পরীক্ষা করতে পারতো কিন্তু কিম-জং-উন এর কিছুটা শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ হওয়ার দূরের মিশাইল পরীক্ষা করে তাও সেটি ফেল হয়। কিম- জং- উন এর এই রকম ব্যবহার দেখে বলা বাহুল্য : সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাণু শক্তিধর দেশ চুপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। ঠান্ডা লড়াই চলতে চলতে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হয় তবে কোন দেশ কোন দেশকে সাহায্য করবে?

১৯৬১ খ্রীঃ উত্তর কোরিয়া ও চীনের মধ্যে চুক্তি অনুসারে বলা হয়েছে যে যদি উত্তর কোরিয়া বা চীন মিত্র রাষ্ট্রে কোনো প্রতি পক্ষ রাষ্ট্র একে বা অন্যকে আক্রমণ করে তবে তার মিত্র রাষ্ট্রকে বিনা কিছু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকও সামাজিক দাবী ছাড়া সেই তার মিত্র রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে। চীন ও উত্তর কোরিয়াতে কমিউনিস্ট শাসন পরিচালিত তা উত্তর কোরিয়া ও চীনের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের রাষ্ট্রপতি সি জিং পিং ও উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করবে। আর অপর পক্ষে আমেরিকা ও জাপান দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করবে। এই যুদ্ধে ভারত কী ভূমিকা গ্রহণ করবে ? কিংবা ভারত কি এই বিশ্ব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না? ভারত যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

করে তবে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করবে কারণ উত্তর কোরিয়া, চীন ও রাশিয়ার থেকে বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে অনেকটা বেশি সু-সম্পর্ক বজায় আছে। আর ভারত যদি এই বিশ্ব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ নাও করে তাহলে ভারত কোনো না কোনো দেশের সাথে যুদ্ধে জরিয়ে পড়বেই এটা বলাই যায়। বলা বাহুল্য ঃ ভারতের প্রতি পক্ষ দেশ পাকিস্থান ও চীন এই বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারতের উপর আক্রমণ আনতে পারে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে চীনের মহান সেনাপতি 'সুন-জু' একটা পত্রিকা লেখেন তাঁর নাম 'Art of War'- এর মূল কথা হল যে - যদি কোনো বিরোধী দল তার প্রতি ক্ষিপ্ত ও অনেক দূর। তবে তাকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়ে দাও যে তার খুব কাছেই আছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি কালে দেশের যুদ্ধ জাহাজ বা জঙ্গি বেরা কোরিয়ার প্রায় দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়। অথচ এই জাহাজ ছিল অস্টোলিয়াতে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়াকে নিজের আয়ত্বে আনবার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি নানা কূটকৌশল তৈরি করেন। এমনকি উত্তর কোরিয়ার দু-ই মিত্র রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীন এই দুটি দেশে তিনি যান এবং কথাবার্তা বলেন উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে। তিনি এটাও বলেন যে এই দুটি দেশ থেকে যেন লোহা, কয়লা, বিভিন্ন নিউক্লিয়ার উপকরণ প্রভৃতি জিনিস না যায় উত্তর কোরিয়াতে। উত্তর কোরিয়া রাশিয়া ও চীনের উপর আরও ক্ষিপ্ত হয় উত্তর কোরিয়া এরপর থেকে আরও পরমাণু মিশাইল পরীক্ষা করতে থাকে। এর পরি প্রেক্ষিতে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন যে- উত্তর কোরিয়া যদি না সুদরাই তাহলে উত্তর কোরিয়াকে এমন ভাবে জব্দ করবো। পৃথিবীর মাত্র চিত্রে উত্তর কোরিয়া বলে কোনো জায়গার চিহ্ন থাকবে না যা এই রকম ভয়ঙ্কর যুদ্ধ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউই দেখেনি।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কূটকৌশল, পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় কিন্তু শেষ মেশ তা কিছুটা কার্যকর হয়।
উত্তর কোরিয়ার মিত্র রাষ্ট্র হল চীন ও রাশিয়া। উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বন্ধ করে দেয় এমন কি উত্তর কোরিয়ার মিত্র রাষ্ট্র চীনও বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা বিমানের পূর্ব অফিসার দেবিহ কোহেন প্রশ্ন করেন যে- চীন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবে ?

আমেরিকার থিংক টেংক 'INSS'এর অনুসারে অনুমান উত্তর কোরিয়ার উপর যে সব প্রতিবন্ধ লাগানো হয়েছে তার জন্য উত্তর কোরিয়াতে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে ঠিক সেই সময় এই ফল স্বরূপ উত্তর কোরিয়ার তানাসা কিম-জং-উন বিভন্ন কূটকৌশলে নিউক্লিয়ার আক্রমণ করতে পারে। চীনের পূর্ব কামান্ডর হোয়াং হো হোয়াং বলেন যে- "২০১৮ সালে মার্চ মাসে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হতে পারে।"

এর কয়েক হাজার বছর আগে কোনো এক দার্শনিক, জ্যোর্তি বিদ্ ব্যক্তি বলে গেছেন যে - " প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমন কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবেই।"
সম্প্রতি কালে উত্তর কোরিয়ার তানাসা কিম-জং-উন এর মতীভ্রম ও নিউক্লিয়ার পরীক্ষা দেখে মনে হয় যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে আর বেশি দেরি নেই। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে মাত্র কয়েকশো মানব জীবন বেঁচে থাকবে। জীব কূল পুরোপুরি ভাবে ধবংস

প্রাপ্ত হবে। এর থেকে আগে থেকে সর্তক করে নেওয়া ভালো। উভয় শক্তিশালী রাষ্ট্রের শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটে যেন। পৃথিবী তার ধবংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এর জন্য যুদ্ধভাবাপন্ন বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রর কূট কৌশলে বিভিন্ন রকম সমঝোতা করে বিবাদ মেটানোর উল্লেখযোগ্য দিক যেমন- অর্থনৈতিক দিক, রাজনৈতিক সীমানা, কথাবার্তা দ্বারা বিভিন্ন মিত্র দেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। এর দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র বর্গের প্রধান ও আন্তজাতিক সভা UNO - এদের উপর থাকে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ না হয়! গুপ্ত কিছু তথ্য তদন্ত করে জানা গেছে যে - যদি পাকিস্থানের পূর্ব মহিলা প্রধান মন্ত্রী যদি উত্তর কোরিয়াকে নিউক্লিয়ার জ্ঞানের সম্পর্কে না বলতো তাহলে হয়তো এই ভয়াবহতা যুদ্ধের সম্ভাবনার দিন ভবিষ্যতে কয়েকশো বছর আসতো না।

তথ্য সূত্র : 1. The Telegraph Chronicle

2. অধ্যাপক জি.কে পাহাড়ী'র "ভারতের ইতিহাস" বই

3. আনন্দ বাজার পত্রিকা

4. Television (News)

ভালোবাসার স্বরূপ কী ?

Krishna Kanti Halder
Office Staff
Tehatta Government College

আমরা যারা মানব জাতি, ভগবানের সৃষ্টির সমগ্র জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ, মানুষের ভিতরে বুদ্ধি আছে। সে ভালো মন্দ বিচার করতে পারে। কিন্তু আর কোন জীব তা পারে না। কারণ ভগবান তাদের সেই শক্তি দেয়নি। মানব জাতি সব কিছু অনুভব করতে পারে কিন্তু আর অন্য কোন জীব পারে না । তাই আমরা ছোট থেকে বড় সবাই একে অপরকে প্রায় বলে থাকি- "আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি"। "I Love You" তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি, তোমার জন্য আমি জীবন পর্যন্ত দিতে পারি- এত বড় একটি কথা আমরা একে অপরকে প্রায় বলে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে - আমরা কি সত্যি সত্যি একে অপরকে ভালোবাসি ? না, ভালোবাসার অভিনয় করি ?-

আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল-

প্রকৃত ভালোবাসা কি ? প্রকৃত প্রেম কি ?

ভালোবাসার স্বরূপ কি ?

প্রকৃত পক্ষে ভালোবাসা এমন একটি অমূল্য রত্ন, সে সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। তবে অনুমান করা যায়। প্রকৃত ভালোবাসা হলে মুখে কিছু বলতে হয় না। অন্তরাত্মা থেকে সুন্দর একটি অনুভূতি হয়। যেমন যে লোভী তাকে বলতে হয় না। যে তুমি টাকা পয়সা কে ভালোবাসো। টাকার নাম শোনা মাত্র তার মুখে হাসি ফুটে উঠে। আমরা কেউ কোনো দিন পরশ পাথর দেখিনি। শোনা যায় পরশ পাথরে লোহা স্পর্শ করলে নাকি সোনা হয়ে যায়। তাই যারা লোভী তারা পরশ পাথরের নাম কানে শোনা মাত্র তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠে , মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আর যারা কামুক প্রকৃতির তাদের কাছে সুন্দরী নারীর কথা খুব প্রিয়। তারা সুন্দরী নারীর কথা শুনতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু গভীর ভাবে বিশ্লেষন করলে বোঝা যায় এই দৃষ্টান্তগুলি কোনটাই প্রকৃত ভলোবাসা নয়। সব হচ্ছে মোহ। ভালোবাসা আর মোহর মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। ভালোবাসা হচ্ছে বিশুদ্ধ। আর মোহ হচ্ছে কামনার দ্বারা কলঙ্কিত। মোহর মধ্যে স্বার্থ আছে তা চলে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা হচ্ছে স্বার্থশূন্য তা কোন দিনও হারিয়ে যায় না। আমার মনে হয় আমরা একে অপরকে প্রকৃত ভালোবাসি না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ভালোবাসার অভিনয় করি। যার এই অভিনয়ে দক্ষতা বেশী তার ভালোবাসার সময়সীমা অনেক বেশী। আমরা এই সংসারে একে অপরকে যেটুকু ভালোবাসি তা হল স্বার্থের ভালোবাসা। যতদিন স্বার্থ আছে ততদিন ভালোবাসা আছে। যে দিন স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে যায় ঐ দিন ভালোবাসারও ইতি হয়ে যায়। আমার মনে হয় ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের থেকে পশুরা ভালোবাসার মর্ম বেশী বোঝে। আপনি একটি পশুকে প্রকৃত ভালোবেসে পরীক্ষা করুন। পশুটি আপনার সঙ্গে কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু একটি মানুষকে ভালোবেসে দেখুন সে যে কোন সময় আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

- এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আমার মনে পড়ে যাচ্ছে-

গভীর জঙ্গলে একটি নেকড়ে বাঘ, আর একটি শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। শেয়ালের বুদ্ধিতে দুই জনের আহার জোগাতে কোন কষ্ট হতো না। সেই জন্য শেয়ালের সঙ্গে নেকড়ে বন্ধুত্ব করেছিল। একদিন নেকড়ে শেয়ালের উপর খুশি হয়ে বললো -

"শেয়াল ভাই তোমার বুদ্ধি একেবারে মানুষের মত।"

নেকড়ের কথার শেয়াল অত্যন্ত রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললো - তুমি আমাকে অপমান করছো। খবরদার এমন কথা আর আমার সামনে বলবে না। তাহলে তোমার সঙ্গে আর বন্ধুত্ব রাখবোনা। আর যাই বলো মানুষ জাতির সঙ্গে আমার তুলনা করবে না।

নেকড়ে নম্র ভাবে বললো - তুমি রাগ করছো কেন ভাই ? দেখ, আমরা পশু। আমাদের চেয়ে মানুষ কত বুদ্ধিমান কত সংস্কারী। আমাদের থেকে কত ভালো ভাবে বাড়ি ঘরে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি রেগে গেলে। এর নিশ্চয় কোন কারণ আছে। কৃপা করে আমাকে বল। শেয়াল একটু লেজটি ঘুরিয়ে মুখটি বাঁকা করে গম্ভীর ভাবে বললো - সুখে শান্তিতে থাকে না ছাই। শোনো নেকড়ে ভাই, আমরা পশু হলেও পশুর মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু মানুষেরা মানুষ হয়েও পশুর মত জীবন যাপন করে, পশুর মত আচরণ করে। দেখ, আমাদের সমাজে আমরা যে পশু সেই কথা মনে করানোর জন্য কোনো ধর্মগুরু বা কোনো মাষ্টারের প্রয়োজন হয় না। আমাদেরকে নিয়ম শৃঙ্খলা, ধর্ম আদর্শ শেখানোর জন্য, সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য, ঝগড়া মারামারি না করবার জন্য কজন বলেন ? কিন্তু মানুষের মধ্যে আদৌও কোন ধর্ম নেই। তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্ম প্রতিষ্ঠান আছে। নানা ধর্মগুরু আছেন তাদেরকে মানব ধর্ম শেখানোর জন্য। কিন্তু তারা প্রকৃত মানুষ না। নেকড়ে শেয়ালের কথায় খুশি হয়ে বললো - সাবাস ভাই! এই জন্য তুমি পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমান বলে পরিচিত।

আমরা সাংসারিক জীবনে যে সব ভালোবাসা গুলো দেখি তার মধ্যে মোহ আর কাম দেশী থাকে। শিশুদের মায়ের প্রতি একটি মোহ থাকে। সেই জন্য সে মায়ের কাছে থাকতে চাই। কিন্তু মায়ের আদেশ মত কাজ করতে চায় না। বাড়িতে নিজের ভাই, স্ত্রী আপনাকে খুব ভালোবাসে। তাহলে তাদের আচরণ আপনার মনের মত হয় না কেন? যে কথায় আপনি খুশি হবেন সেই কথা তারা বলত সেই কাজ তারা করত। কিন্তু সাধারণত এটা হয় না। স্ত্রীরা নিজের সুখের জন্য স্বামীকে ভালোবাসে। স্বামীদের সুখের জন্য নয়। আজকাল যুবক যুবতির মধ্যে যে ভালোবাসা দেখা যায় তার মধ্যে ভালোবাসা কম কাম বেশী। তাই আমাদের বাউল সম্প্রদায় গানে বলেছে -"কাম থাকলে প্রেম হয় না"। তাই এদের মধ্যে যখন মোহ কেটে যায় তখন আর ভালোবাসা থাকে না। আজকাল Internet মাধ্যমে ভালোবাসাকে প্রকাশ করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় যুবক যুবতিরা একে অপরকে শরীরের বিশেষ কতগুলো ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে ভালোবাসে। সেই ইচ্ছার যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন তারা আবার নতুন ভালোবাসার সন্ধান করে। সুন্দর একটি মেয়েকে সবাই ভালোবাসতে চায়। কিন্তু সেই মেয়েটির মুখটি যখন কেউ Acid ছুড়ে মারে। যখন তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায় কই তখন তো কেউ তাকে ভালোবাসে না। সমগ্র সমাজ তাকে এক ঘরে করে দেয়। তাহলে বিচার করে দেখুন- আপনি মেয়েটিকে ভালোবাসতেন, না তার রূপটিকে ?

হয়তো এই ধরনের একটি ভালোবাসা হয়েছিল আকাঙ্খা শর্মা ও উদয়ন দাস এর মধ্যে। আমি February, 2017 সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। উদয়ন দাস নামে এই ছেলেটি ভালোবাসার মঞ্চে যে কত বড় অভিনেতা ছিল তার পরিষ্কার প্রমান যায়। ছেলেটি নিজের সখ পুরন কররার জন্য নিজের বাবা,মাকে গলা টিপে হত্যা করে। এবং নিজের বাড়িতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেয়। এবং কিছু স্বার্থপর লোকের সাহায্য নিয়ে বাবা এবং মায়ের নকল death certificate বানিয়ে মা এর pension তুলতে থাকে আর মোটা টাকার বিনিময়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়। আধুনিক যুগের বিশেষ ধরনের শখ পুরণ করতে থাকে। এবং internet, facebook এর মাধ্যমে নিজের বড় বড় company এর মালিক বলে প্রকাশ করতে থাকে। এবং তার এই মিথ্যে প্রলভনে অনেক মেয়ে ফেঁসে যেত। তখন উদয়ন তাদের সব রস

আস্বাদন করবার পর মাকড়সার মত বাইরে ফেলে দিত। হয়তো আকাঙ্খা নামে এই মেয়েটি নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য উদয়নকে ভালোবেসেছিল। আকাঙ্খা হয়তো ভেবেছিল যে উদয়নের সঙ্গে বিদেশে যেতে পারলে অনেক বড় company-তে তার চাকরি হবে। এই আধুনিক যুগের কোন কিছুর অভাব থাকবে না। নিজের মত করে সে বাঁচতে পারবে। আর উদয়ন ভেবেছিল এই ধরনের মেয়েকে ফাঁসাতে পারলে তার কাছে থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। মানে, দুই জনের ভালোবাসা ছিল মিথ্যে। তারপর আকাঙ্খা বিদেশে যাবার নাম করে নিজের বাবা, মা, বাড়ি, ঘর সব কিছু ত্যাগ করে উদয়নের কাছে চলে আসে। তারপর কিছু দিন পর যখন আকাঙ্খা উদয়নের আসল রূপ বুঝতে পারে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। উদয়ন আকাঙ্খার bank account সব খালি করে দেয়। তাকে ভোগ করে। তারপর গলাটিপে হত্যা করে। এবং নিজের বাড়িতে সমাধি স্থাপন করে। তারপর পুলিশ যখন উদয়নের কাছে পৌঁছায় তখন সব তথ্য সামনে আসে। তাহলে বিচার করে দেখুন এদের ভালোবাসার মধ্যে কতটা সততা ছিল। তারপর আজকাল আর একটি নতুন ভালোবাসা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে "I LOVE JIHAD"- মানে 'ভালোবাসার নামে ধর্ম পরিবর্তন'। প্রথম দিকে ভালোবাসা হচ্ছে অন্ধ। সামনের রাস্তা যে কত কঠিন তা তারা অনুমান করতে পারে না। তাছাড়া শাস্ত্রে বলেছে প্রেম,সর্প, নদী এদের রাস্তা সব সময় বাঁকা। এরা সোজা হয়ে চলতে পারে না। প্রসঙ্গ অনেক বড় হয়ে যাবার জন্য আমি এই নিয়ে কিছু লিখছি না। তাই আমাদের জাতির কবি চন্ডীদাস বলেছেন-

" নিরিতী সাধন বড়ই কঠিন।
কহে দ্বিজ চন্ডীদাস
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে নিরিতি আস"

কবি চন্ডীদাস বলেছেন দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও। মানে তুমি আর আমি আলাদা ভাবলে কিন্তু প্রেম হবে না। প্রকৃত প্রেম মানে তুমি আর আমি অভিন্ন।

তাই আমার মনে হয়, ভালো যদি বাসতে হয় ঈশ্বরকে ভালোবেসে দেখুন। যে কোন সম্প্রদায়ের একটি ধর্মগ্রন্থকে ভালোবেসে দেখুন, আপনি কতটা শান্তি পাবেন। আপনাকে কোন দান প্রতিদান দিতে হবে না। যেমন আমাদের রাধারানী ভালোবেসেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। গোপীগনরা ভালোবেসেছিলেন শ্যামসুন্দরকে। সীতা ভালোবেসেছিলেন ভগবান রামচন্দ্রকে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভালোবেসেছিলেন প্রেমের ঠাকুর গৌর সুন্দরকে। এদের ভালোবাসার মধ্যে কোন কাম ছিল না। কোন মোহ ছিল না। আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলেছে- 'প্রকৃত প্রেম করতে গেলে গোপী ভাব লওরে'। গোপী শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গো'- মানে ইন্দ্রিয় আর পী মানে পান করা। অর্থাৎ, যারা ইন্দ্রিয়ের অভিলাসকে ত্যাগ করেছে তারাই গোপী। আমাদের মানব শরীরে একাদশ ইন্দ্রিয়। পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর একটি মন। তাই প্রকৃত প্রেম করতে গেলে এই ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হবে। আর তা না হলে প্রেম হবে না। প্রেম শব্দটি বিশ্লেষণ করলে বোঝায় যেমন - আঁখের রস গাঢ় হলে হয় গুড়। গুড়কে আরো গাঢ় শুদ্ধ করলে হয় চিনি। চিনি আরও গাঢ় হলে হয় মিছরি। মিছরি আরও গাঢ় হলে হয় সীতা মিছরি বা খন্ড মিছরি। এই ভালোবাসা যখন গাঢ়তর হয় তখন চিত্তরূপ দ্বীপকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। তখন জন্মায় স্নেহ। তাবপর অনেক গুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সে গুলো হচ্ছে স্নেহ, মান, প্রনয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। তারপর হয় প্রকৃত প্রেম। প্রকৃত প্রেমীদের দেখে জড় জীব বিগলিত হয়ে যায়। মানুষের আর কি কথা সেই প্রেম বিবশতায় লীন বায়ু প্রেমকে প্রবাহিত করে। প্রকৃত প্রেমী যেখানে বিচরন করে সেখানকার সমস্ত বস্তু প্রেমময় হয়ে যায়। প্রেমী যাকে স্পর্শ করে যেখানে তার চরণ ধুলি পরে সেই সবই প্রেম স্বরূপ হয়ে যায়।

কিন্তু এই কলিযুগে বিশুদ্ধ প্রেম আর নেই। তাই গোস্বামী শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাম ও প্রেমের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন কাম যেন লোহি, আর প্রেম যেন উজ্জ্বল হেম স্বর্ণ। কামের ইচ্ছা পূর্ণ না হলে ক্রোধ জন্মায়। আর প্রেমের ইচ্ছা যতদিন পূর্ণ না হয় ততই বিরহ হৃদয় আকুল হয়ে উঠে।

তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন-

আত্মেন্দ্রীয় প্রীতি ইচ্ছা
তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতি ইচ্ছা
ধরে প্রেম নাম।

রামায়নে তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন-

যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম।
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
রব রজনী দোনো নেহি।
বেঠিয়ে এক ধাম।।

দুঃখী মাঝি

Jahir Mondal
B.A 3rd Year (History Honours)
Tehatta Government College

আমি এক সঙ্গীহীন মাঝি, যাহার
রাত দিন খাটিয়া জোটে নাকো আহার।
সুন্দর করে তৈরি করেছে নৌকা খানি,
পার না পাইয়া হয়েছে সে অভিমানী।
দীর্ঘ সময় করিয়া অপেক্ষায় সে মাঝি,
জুটিল কপালে তার ছদ্মবেশি পাজি।
বুঝিতে না পারিয়া মাঝি, ধরিল হাত,
হাত ধরিয়া সাজাইল মাঝির তরী।
বৈঠ্যা বেয়ে তরী যখন মাঝদড়িয়া।
ছদ্মবেশি পাজি করিতে লাগিল কাজি।
তোমার তরী লইয়া যাবনা ওপারে,
এখানে ছেড়ে দাও পেয়েগেছি আহারে।
বাধ্য হয়ে মাঝি ছেড়ে দিল বোকা পাজি,
মনে দুঃখ বাঁধিয়া হয় বনবাসি।।

আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রামটি বড় শান্ত
দু ধারে শষ্য শ্যামল মাঠ যে দিগন্ত
এক ধারে বড়শির মতো ধরে আছে জলঙ্গী
আর একধারে বিলটা ঘিসে দিয়েছে তার অঙ্গী
তিনদিকে তার হাতটা দিয়ে ধরেছে অন্য রাস্তা
আমার গ্রামটি পাওয়া কী সস্তা ?
গ্রামেতে আমাদের সকল জাতিবাস
গ্রামের মানুষ মিলে মিশে করে চাষ
পুথি শিক্ষাতে তারা যতই হোক না অন্ধ
নিজেদের মধ্যে করে না তারা দ্বন্ধ
কেউ কোনো ধর্ম করে না উপহাস
কেউ কাউকে করে না যে অবকাশ
পাকা সড়ক গিয়েছে গ্রামের মাঝে
সবুজ গাছ পালাতে গ্রামটি আমার সেজে
গ্রামটি আমার সকল দিক দিয়ে শান্ত
সকল সেরা গ্রামটি আমার নিশ্চিন্ত।

জীবন উদ্যান

Suman Mondal
BA 2nd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

জীবন উদ্যানে মোর,
কোনদিন এলনা ভোর।
উদিল না কোন সূর্য,
শেষ হলনা রাতের কার্য।
কোনদিন জাগিল না কোন পাখি,
কোনদিন এলনা কোন সখা-সখী।
কোনদিন এলনা বসন্ত,
যে করত আমার মনকে শান্ত।
ফুটিল না কোন ফুল,
কোন মৌমাছিও হল না ব্যাকুল।
জীবন মোর স্বপ্নহীন রাত,
সেটা সমুদ্রের থেকেও আঘাত।
এ রাত শুধুই অন্ধকারময়
যেখানে এতটুকুও আলো নাই।
যে এনে দেবে স্বপ্নময় রাত
আর আলোকময় প্রভাত।
যে জাগাবে আমার উদ্যানের পাখি,
যে করবে আমার মনকে প্রভাত মুখী
যতদিন আমি বাঁচবো
শুধু তাঁরই সন্ধান করবো।

বৃষ্টি

Kalyan Chandra Pal
BA 3rd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

দুঃখ-কষ্ট থাকলেও দিত না ধরা মুখে,
ডালে ডালে ফুলে-ফলে থাকত সকল সুখে।
মুখে থাকত অবিরল মিষ্টি একটি হাসি,
যাবার বেলায় বলে যেত আজ তবে আসি।
আজ বৃষ্টির -চোখে বৃষ্টি
প্রকৃতির এ কী অনাসৃষ্টি।
প্রিয় মানুষটির নামের আগে আজ চন্দ্রবিন্দু,
বাঁচতে হবে লড়াই করে তরাতে হবে সিন্ধু।
আমরা আছি ওর পাশে সবকিছুতে সর্বক্ষনে,
ধরেছি হাত শক্ত করে পণ করেছি মনে মনে।
আগামীতে করবে সবাই বৃষ্টির জয়গান।
বৃষ্টির থেকেও বৃষ্টি হবে সর্ব শক্তিমান।।

ছাত্রবন্ধু

Suman Mandal
BA 2nd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

জীবনের কুড়ি বছর পার হবার পর এখন বুঝলাম ছাত্রবন্ধু কি। আমি যখন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তী হয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম ছাত্রের সাথে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে খেলা করবে সেই হল ছাত্রবন্ধু। তারপর যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলাম তখন দেখলাম ছাত্রবন্ধু হল বই আর ওই বইটিতে খেলার কিছুই নেই। আছে শুধু পড়া আর কিছু ব্যায়ামের ছবি। একদিন স্কুলে বইটি নিয়ে গেছি; শিক্ষক মহাশয় বইটা দেখে বললেন "ওটা কী বই?" আমি বললাম— ছাত্রবন্ধু।

তখন তিনি বললেন— 'ওই বইটা পড়বে তো আমরা কী পড়াবো?' স্কুলের শিক্ষক ছাত্রবন্ধুটা স্কুলে নিয়ে যেতে মানা করলেন। তখন বুঝিনি শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রবন্ধুর মিলটা কোথায়। কিন্তু আমি ওই ছাত্রবন্ধুকে ছাড়তে পারিনি। এক এক করে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডী পার হলাম কিন্তু ছাত্রবন্ধু ছাড়লাম না, কারণ আমি ভাবতাম ছাত্রবন্ধু ছাড়া পড়া হয় না। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তী হবার পর ভয়ে স্কুলে ওই বইটা নিয়ে যেতাম না, কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ও ছাত্রবন্ধুর প্রসঙ্গ আনতেন না কোনদিন। ক্লাসে শিক্ষক যখন কোন অঙ্ক বোঝাতেন আমি বন্ধুদের সাথে খেলা করতাম; তারপর শিক্ষক যখন বলতেন — সবাই বুঝতে পেরেছো তো? আমি না বুঝেই ঘাড় নাড়তাম। আর তিনি যখন বাড়ি থেকে অঙ্ক কষে আনতে বলতেন, আমি ছাত্রবন্ধু দেখে টুকে নিয়ে যেতাম। আবার ইংরেজি শিক্ষক যখন গ্রামার কিংবা বাংলা শিক্ষক ব্যকরণ বোঝাতেন তখন সেই একই কাণ্ড করতাম। আর ভাবতাম ছাত্রবন্ধু থাকতে আমার চিন্তা কিসের।

এটা তো একরকম হল কিন্তু ফাঁদে পড়লাম ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে। আমার বাবা গৃহশিক্ষক নিয়োগ করার জন্য একজনকে নিয়ে এলেন। তিনি এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—

$A^2+B^2=$ কত এবং $(A+B)^2=$ কত ?

আমি কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তিনি বললেন — তুমি অঙ্ক কর কী করে?

আমি বললাম — ছাত্রবন্ধু বই দেখে।

তখন তিনি হাসতে লাগলেন।

আমি — হাসছেন কেন?

গৃহশিক্ষক — ওটা কোন বই নয়। ওটার কোন প্রয়োজন নেই।

আমি ভাবলাম - সেটা কী করে হয়? আর তাকে বললাম কেন আমি তো বাংলা, ইংরাজি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সমস্তই ওই বই দেখেই পড়ি।

তিনি বললেন — তুমি যে কত পড় তা বোঝায় যাচ্ছে!

গৃহশিক্ষক চলে যাবার পর বাবাকে বললাম ওই মাস্টারের কাছে আমি পড়বো না। অনেক বাক্-বিতন্ডার পড় আমারই জয় হল। এখন অবাক লাগে যে একসময় শিক্ষক ছাড়তে রাজি ছিলাম, কিন্তু ছাত্রবন্ধু? একদমই না।

সপ্তম শ্রণীতে উঠে দেখি ছাত্রবন্ধু নামের কোন বই-ই নেই। আমরা এতদিন যাকে ছাত্রবন্ধু বলে জেনেছি সেটা হল এক একটি বিষয়ের সহায়ক গ্রন্থ অর্থাৎ সহায়িকা, যা একত্রে ছাত্রবন্ধু নাম নিয়ে ছিল। এখন সেগুলি

আলাদা। স্কুলের শিক্ষক বাড়ির কাজ দিলে আগের মতোই সহায়িকা দেখে করে নিতাম। কিন্তু সমস্যা হল অঙ্কের কোন সহায়িকা পাওয়া গেল না। তাই বাধ্য হয়ে গৃহশিক্ষকের কাছেই অঙ্ক পড়তে হল, তবে কিছুই বোঝার চেষ্টা করতাম না। তার ফল বুঝলাম মাধ্যমিক পরিক্ষায়। যাই হোক একাদশ শ্রেণীতে উঠে দেখি কলা বিভাগের সমস্ত বিষয়েরই সহায়িকা পাওয়া যাচ্ছে, তাই পুর্ব নেশা বশত সমস্ত সহায়িকা কিনে নিলাম। কিন্তু প্রাইভেট টিউটরেরা নোট লেখাতেন সেগুলোর পাশাপাশি সহায়িকার লোভও ছাড়তে পাড়লাম না। এভাবেই হাইস্কুলের গণ্ডী পেরোলাম।

কিন্তু আমার ছাত্রবন্ধু বই-এর নেশা এবং ধারনা দুই-ই কলেজে ভর্তী হবার পর কোথায় হারিয়ে গেল তা বলতে পারব না। তবে এর আগে কলেজ সম্পর্কে এবং এখানকার শিক্ষকদের সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মেছিল। আগে ভাবতাম স্কুলে ভালো করে পড়লে কলেজে পড়তেই হয় না। মাসে একদিন কলেজে গেলেই হবে। আবার ভাবতাম যে, এখানকার শিক্ষকরা খুবই কঠোর, স্কুলের থেকেও। তাই কলেজের প্রথমদিন আমার পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে গেল, আর একটা কবিতা সুন্দরভাবে মুখস্থ করে নিলাম, স্যার জিজ্ঞেস করলেই ঝটপট বলে দেব। কিন্তু ক্লাসে গিয়ে দেখি অন্য ব্যাপার; শিক্ষক মহাশয় কোন কবিতা বলতে না বলে আমার পরিচয়, পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা এসব জিজ্ঞেস করলেন। আমার কাছের বন্ধু, পিতা-মাতা ছাড়া এই প্রথম কেউ আমার পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ক্লাসের দ্বিতীয় দিন শিক্ষক মহাশয় পাঠ্যসূচী সম্পর্কে বলে দিলেন আর আমরা তা লিখে নিলাম। বাড়ি এসে বই কিনতে গিয়ে দেখি বইগুলো পাওয়া গেলেও সহায়িকা পাওয়া গেল না। পরের দিন কলেজে গিয়ে অন্য এক শিক্ষক যিনি আমার একান্ত কাছের মানুষের মতোই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন— আমি এই কলেজে কেন ভর্তী হলাম? ইত্যাদি আরও নানা বিষয়, কিন্তু আমি কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ থাকলাম।

আমার পুর্ব ধারণার কারণে অনেক দিন কলেজে এসে দেখি — শিক্ষক আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন— কেমন আছো? এত দিন কোথায় ছিলে? আমি লজ্জা আর ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম। তিনি চলে যাবার পর মনে পড়ল- এই একই কথা আমার একটা স্কুলফ্রেন্ড আজ সকালেই জিজ্ঞাসা করল। যে অন্য কলেজে পড়ে।

কলেজে যারা আমার সহপাঠি সকলেই অপরিচিত। তবে শিক্ষকদের মধ্যস্থতায় তারা খুব তারাতারি খুবই কাছের বন্ধু হয়ে উঠল। শিক্ষকেরাও বন্ধুদের মতোই আমাদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। আমারা সবাই একসঙ্গেই কোন বিষয়ের রস আস্বাদন করি, গল্প করি, খেলা করি। শিক্ষকেরাও আমাদের মনকে উন্নীত করার জন্য তাঁদের সমস্ত রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এসব দেখে আমার ছাত্রবন্ধুর কথা মনে পড়ল। আর তখনই বুঝলাম যে ছাত্রবন্ধু আসলে কী। আমরা স্কুলে যাকে ছাত্রবন্ধু বলে জেনে এসেছি সেটা কেবলমাত্রই সহায়ক গ্রন্থ, যার নাম ছাত্রবন্ধু না হয়ে সহায়িকায় ঠিক আছে। তবে ছাত্রবন্ধু নামে যে বইকে এতদিন জেনেছি সেটা ভুলে গেলেও, ছাত্রবন্ধুর কথা ভুলব না কারণ ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে আমার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ ঘটেছে। যাঁরা প্রকৃতরূপেই ছাত্রবন্ধু।

নীল গগন

Anindita Biswas
BA 2nd Year (History Honours)
Tehatta Government College

নদীর কথা ভাবলে বারে
নৌকা এসে পড়ে
জলের ঢেউ শূন্য আকাশ
মাথার ভিতর ঘুরে।
ইচ্ছে করি ডিঙি চালাই
সারানদী ঘুরি।
আপন মনে বেড়াই ঘুরে
দিন-রাত্রি ধরি।।
তারা জ্বলুক চাঁদ উঠুক
মনে মনে গাই গান।
জোছনা এসে ঝরে পড়ুক
নেচে উঠক প্রাণ।।
নদীর কথা ভাবলে বারে
উদার হয় মন।
সামনে জল পিছনে জল
মাথার উপর নীল গগন।।

আমার পরিবার

Susmita Mondal
BA 3rd Year (Pass)
Tehatta Government College

এ জীবনের সকল কান্না হাসি।
কেউ কি আর মায়ের মতন আছে,
মায়ের স্নেহ আহ্লাদে মন নাচে।
চলতে ভালোবাসি দাদার পাশাপাশি,
দেখতে ভালোবাসি দিদির মুখের হাঁসি।
বাবার মত বুকভরা স্নেহ,
দিতে পারে কি আর কেহ ?

দুর

Suraj Ali Sekh
BA 3rd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

দুর হতে দেখেছি তারে
দুর বলে নয়
কাছে তবু দুরে যেন
দুর মনে হয়।
বলি বলি করি ভাবি
বলা হয় না
দুর তবু দুরে গেল
কাছে এলো না।
পাশে তবু কাছে বসে
কেন আসে না
দুর তবু বহু দুর
সাথে নিল না।
চলে গেছে বহু দুরে
পাশে তবু বসে
দুর সেই দুরে গেল
দুরে ভালোবেসে।

ইতির ইতি

Moumita Halder
BA 3rd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

আমি ইতি টানতে চাই
কিন্তু ইতি এলো না!
জীবনের সাথে এই দুর্ঘটনার সমাপ্তি চাই
কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি হল না!
ঐ দুর আকাশে দিবারাত্রি সূর্য চন্দ্র ওঠে
পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি আসে
কিন্তু দিনের পর রাত নাকি রাতের পর দিন আসে?
আমার জানা হল না!
সৃষ্টিতেই ধ্বংস নাকি ধ্বংসই সৃষ্টি?
সুখেতে দুঃখ আসে নাকি দুঃখই সুখ?
আমার জানা হল না!
জীবনের স্বাদ বড়ো কঠিন আর কতটুকু এ জীবন জানিনা
তাই অনেক জানা হল না।
অনেক উত্তর পেলাম না।
প্রকৃতিতে যা কিছু অশুভ যা কিছু অনিষ্ট
আমি তার আরম্ভ নয়, অন্ত চাই।
আমি ইতি টানতে চাই-
কিন্তু ইতি এলো না!

কেন? আমরা মেয়ে বলে

Dipa Mistri
BA 2nd Year (General)
Tehatta Government College

মেয়ে বলে কি বাঁচতে নেই ?
আমরাও সমান, আমরাও দেশের সম্মান।
আমরাতো কারোর মা, বোন, বউ,
কারো মেয়ে-
তবু কিছু নর পিশাচের রোষে,
আমাদের জীবন ছন্নছাড়া।
কেন সইবো মোরা লাঞ্ছনা, অবমাননা ?
কারন কী আমরা মেয়ে বলে?
কেন ঘটবে নির্ভয়া কান্ড বারে বারে !
রাতের পথ চলতে মোদের ভয়
আজ এই সমাজ কী পশুর চেয়ে নীচু ?
কেন কেউ দেয় না সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে ?
রাস্তায় চলার পথে আসে কুপ্রস্তাব
অ্যাসিড ঢেলে মুখ করে ক্ষত বিক্ষত।
কেন ? আমরা মেয়ে বলে ?
আমরাতো স্নেহময়ী, মমতাময়ী
দয়া করে ভেবে দেখ-
একটু মোদের পাশে থেকো ।
পনের জন্য কেন পুড়তে হয় মোদের
জন্মের পর মোদের কেন ভার বোঝা, ?
ফেলে আসো আস্তাকুড়ে !
যে নারীতে তোমার সৃষ্টি,
তাকেই হত্যা করো গলা টিপে
কেন ? আমরা মেয়ে বলে ?

শিকড়ের টান

Akshay Biswas
BA 2nd Year(Political Science)
Tehatta Government College

কদিন থেকেই
মনটা উড়ু উড়ু
গোধূলি আলোর
শেষ বিকেলে
তোমায় নিয়ে
গল্প লেখা শুরু।
ধূসর দিনের স্মৃতির পাতায়
সবুজ রঙের স্পর্শ লাগে।
মন হারিয়ে যায়
সালোকসংশ্লেষের অনুরাগে।
জলের সাথে আজন্ম সম্পর্ক
মাটির সাথে গান
জন্ম জন্মান্তরের আমৃত্যু সম্পর্ক
শুধু শিকড়ের টান।

শবখাদক

Banani Biswas
BA 3rd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

গতরাত্রে একপশলা ধারালো বৃষ্টির পর, পটল ডাঙার আকাশ সেদিন ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। অলসশীত কাল গ্রামের অকর্মা পুরুষগুলির মাথায় জেঁকে বসেছে। এমন সময় এই নিঃচল পুকুরে বড়ো ঢেউ উঠল যখন বিশুর চায়ের দোকানে খবর এলো যে, গ্রামের উত্তর দিকের বড়ো জঙ্গলটাই একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ততক্ষনে শুধু পটল ডাঙার নয়, আশে পাশের গ্রাম গুলি থেকেও লোকজন আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। মৃতের শরীরে একটি বস্ত্রখন্ডও ছিলনা। দেহের গঠন যদিও নারী হবারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কোনো শুভাকাঙ্খী যেন মেয়েটিকে বস্ত্র না দিতে পেরে তার নারীত্বের সব চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করেছিল। মেয়েটিকে দেখে চেনার কোনো উপায় নেই। এমন সময় গ্রামের স্কুল মাস্টার নবীন রায় থানতে খবর দেয়। পুলিশ আসতেও বেশি দেরি হল না। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর মৃতদেহটি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দিন তিনেক কেটে যাওয়ার পরও মেয়েটির কোনো পরিচয় উদ্ধার করা গেল না। এমন কি আশে পাশের থানা গুলিতেও খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে গত একমাসের মধ্যে কোনো মেয়ে নিখোঁজ হবার অভিযোগ জানানো হয়নি। অন্যদিকে পটলডাঙার প্রতিটি চায়ের দোকানে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল এই ঘটনাটি। মেয়েটিকে যে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল সে বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ ছিল। গ্রামের প্রবীন মহিলারা কয়েকজন অশরীরীর গন্ধও পাচ্ছিলেন। সকলেই নিজের মতো করে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছিল। কেউ কেউ বলল সেই দিন রাতে করিম সেখকে জঙ্গলে দেখা গিয়েছিল একটি মেয়ের সাথে। করিম শেখ পেশায় মাঝি, তবে রাতের দিকে তাকে ভরপেট মদ্যপান করে জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে কয়েক জন সভয়ে পাশের গ্রামের নগেন হাজরার নামও করল। নগেন হাজরা চোরা কারবারের সঙ্গে যুক্ত, এমনকি মেয়ে পাচারকারীদের সাথেও যোগাযোগ আছে বলে শোনা যায়। তাছাড়া এই ঘটনার পর থেকে নগেন হাজরাকে গ্রামে আসতেও দেখা যায়নি।

এর মধ্যে একদিন স্কুলমাস্টার নবীনবাবু সহ কয়েকজন থানায় গিয়ে নগেন হাজরা আর করিম শেখের নাম বলেন। নবীনবাবু জানান রাবিয়া বিবির সাথে ঘটনার রাত্রে নগেন হাজরাকে কথা বলতে শোনেন। তারা কোনো মেয়েকে নিয়ে কথা বলতে শোনেন। তারা কোনো মেয়েকে নিয়ে কথা বলছিল, শেষে নাকি টাকা পয়সা নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলাও হয়েছিল। তবে সেই দিনের পর থেকে নগেন হাজরার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। করিম শেখের সাথে কথা বলেও কিছু জানা যায়নি। তারপর যখন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলো, তখন পুলিশের তদন্তের মোড় ঘুরে গেল। রিপোর্ট অনুযায়ী মেয়েটির ধর্ষণ হয়েছিল ঠিকই তবে তার মৃত্যু এই ঘটনার ৬-৭ দিন আগেই হয়। তবে সে মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। মেয়েটির মৃত্যু হয় শ্বাসরোধ করার জন্য। এই খবর গ্রামে পৌঁছতেই গ্রামবাসীদের সমস্ত কল্পনায় তালা লেগে যায়। মাথাচারা দিয়ে উঠতে থাকতে আলৌকিক ভাবনাগুলি।

মৃত মেয়েটির পিঠে একটি ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে চিহ্নটি বেশ কয়েক বছরের পুরোনো। পরের দিন খবরের কাগজ মেয়েটির দৈর্ঘ্য, বর্ণ, বয়সের সঙ্গে ক্ষতের চিহ্নের কথাটিও উল্লেখ করা হয়। এরপরই রহস্যে নতুন আলোর সঞ্চার হয়। রাবিয়া বিবি থানায় আসে। সে জানায় যে, মৃতদেহের বর্ননা অনুযায়ী এটি তার বোন

শাহিনার মৃতদেহ। দিন পনেরো আগেই যার মৃত্যু হয়েছে। রাবিয়া তার স্বামী ও ভাই বোনকে নিয়ে পটল ডাঙা গ্রামের শেষ প্রান্তে বসবাস করে। তার স্বামী একজন রিক্সা চালক। তার ভাই আনোয়ার ও বোন শাহিনা গ্রামছাড়া হবার পর রাবিয়ার কাছেই থাকে। তাদের অভাবের সংসার। রাবিয়াকে তার বোনের মৃত্যুর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় তার বোন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আর তার জন্য দায়ি স্কুলমাষ্টার নবীন রায় নাকি শাহিনাকে উত্যক্ত করত। তবে রাবিয়া এটি প্রমান করতে পারেনি। পরে নবীনবাবু জানান শাহিনা মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নবীন বাবুকে কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল। তার অসংলগ্ন কথা নবীনবাবু স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারেননি।
জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ রাবিয়াকে নিয়ে শাহিনার কবরের কাছে পৌঁছায়। সেটাকে পুনরায় খনন করে দেখা যায় সেখানে শাহিনার মৃতদেহ নেই। সন্দেহবশত আশে পাশের কয়েকটি কবর ঘুরে দেখার সময় পুলিশের চোখে পড়ে আরও কয়েকটি কবরের মাটি যেন কিছু দিন আগেই খনন করা হয়েছিল। পুলিশ সেই কবর গুলিও পুনরায় খনন করে দেখে যে প্রত্যেকটি মৃত মেয়ের শরীর বস্ত্রহীন, অনেকটা শাহিনার মতোই। মৃতদেহ গুলিতে পচন শুরু হয়েছে। এটা দেখার পর রহস্যের জল অনেকটাই স্বচ্ছ হয়ে যায়।
শাহিনার মৃত্যুর অনুসন্ধান চলা কালিনই গ্রামে আরেকটি মৃত্যু ঘটল। জিনিয়া খাতুন নামে এক কিশোরীর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তবে মৃতের পরিবার কিছুতেই ওই গ্রামে মেয়ের মৃতদেহ কবর দিতে রাজি ছিল না, কিন্তু কথায় রাজি হতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ একটা ফাঁদ পাতে। আর শেষ পর্যন্ত সেই অশরীরী ফাঁদে ধরাও পড়ে। দু-দিন পর মধ্যরাত্রে কাউকে কবর স্থানে আসতে দেখা যায়। সেই অশরীরী বা শরীরী ব্যক্তিটি জিনিয়ার কবর খনন করতে শুরু করে। এমন সময় পুলিশের লোকজন তাকে ধরে ফেলে। এরপর যে চেহারা সামনে আসে তা সবাইকে কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সে ছিল রাবিয়ার ভাই আনোয়ার। তাকে গ্রেপ্তার করার কয়েকদিনের মধ্যেই সে সব স্বীকার করে। রাবিয়াকেও পুলিশ ধরে আনে। সেও তার অপরাধ কবুল করে। রাবিয়া জানায় যে; সে নগেন হাজরার সাথে মিলে শাহিনাকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল টাকার বিনিময়ে। এটা শাহিনা জানতে পারে,তাই সে নবীনবাবুকে সবকিছু বলে দিতে চেষ্টা করেছিলো। তাই রাবিয়া শাহিনার মৃত্যুর জন্য নবীন বাবুকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। রাবিয়া, আরও জানায় আনোয়ার নিজের গ্রামে থাকার সময়ই একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে জেলে গিয়েছিল আর জেল থেকে ফেরার পর তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে আনোয়ার, শাহিনা রাবিয়ার কাছেই থাকতে শুরু করে। তবে এখানেও আনোয়ারের গতিবিধি ভালো ছিল না। মৃত্যুর একদিন আগে শাহিনা তাকে জানায় যে আনোয়ার তাকে শারীরিক ভবে অত্যাচার করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাবিয়া তাকে কোনো সাহায্য করেনি। এরপর আনোয়ার জানায় যে, নারী দেহের প্রতি প্রবল আসক্তি তাকে এই পর্যায়ে নামিয়ে আনে। কোনো জীবিত মেয়েকে ধর্ষণ করার ফল সে জানত। তখন তার মাথায় আসে মৃতদেহের কথা। মৃতদেহ তাকে বাধা দিতে পারবে না, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেও পারবে না। সে প্রত্যেকবার মৃতদেহকে রাত্রে জঙ্গলে নিয়ে যেত আর নিজের দৈহিক ক্ষিদে মিটিয়ে পুনরায় কবরে রেখে আসত। কিন্তু শাহিনার দেহ জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার পর প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হওয়ার সে তাকে আর কবর স্থানে নিয়ে যেতে পারেনি। সেখানে ফেলেই পালিয়ে যায়। এরপর আনোয়ার ও রাবিয়াকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তার সঙ্গে আনোয়ারের মানসিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হয়। যাতে সে পুনরায় জীবনের মূলস্রোতে ফিরতে পারে।

Rakhi Ghosh
1st Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

আমি আজ গ্রাম্য বধূ। স্বামী সন্তান নিয়ে
আমার ছোট এ সংসার, শাঁখা,সিদুঁর আলতা
এখন শ্রেষ্ঠ অলংকার। ছেড়ে এসেছি শহর,
মায়ের স্নেহ, বাপের আদর, ফেলে এসেছি
ছেলেবেলার সাথী। ধূ ধূ করে মাঠ, গিলতে
আসে ঘাট। সঙ্গী আমার তারায় ভরা রাতি।
সাঁজের বেলা তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালে,
শাঁখের আওয়াজ কর্ণে আমার গুমরে কেঁদে বলে
এ সাজ তোমার নয়, তবু সয়ে যায় উপেক্ষার ছলে।
কূল হারানো পুষ্প মর্ম কীসের লাগি ছুটে চলি
কত বেদনায় দিন গুলি যায় কাঁচের মতো ভেঙে যায়
পোড়া মন, ঘোমটা থেকে ত্রান পেতে চায় নশ্বর-এ
জীবন। এখনো আমার মনে পড়ে যখন স্কুলে পড়ি
নিয়ম মেনে পড়তে হতো, লালপেরে নীল শাড়ি।
স্যার বলেছিলেন , হাত দুখানি ধরে - "বড়ো হও দীপ্তি,
দৌড়ে যাও চাঁদের পাহাড চূড়ে।"
আমি পারিনি বন্ধু সে পথ হেঁটে যেতে, এখনও
তাই অশ্রু ঝড়ে একটি আঁখি পাতে
এখনও আমার মনে পড়ে মধুময় সেই তিথি,
নাটকের সেই বালিকা বধূ হয়েছিল যার ভীষণ দুর্গতি।
সেদিন ভুলেছিল সবাই পরীক্ষায় আমি নম্বর
পেয়েছি কম, মেতেছিলে তুমিও সেদিন দিয়েছিলে
হাততালি হরদম। সেদিন ও এমনই ধারায় জল
এসেছিল এমনই আঁখিপাতে, রঙ-বেরঙের ফুলের
তোরায় ভরেছিল দুই হাতে।
সন্ধ্যা তখনও হয়নি, আমি ছিলাম একলা শোবার
ঘরে। চিঠি এসেছে হাঁকলো পিয়ন দৌড়ে এলাম দ্বারে।
লিখেছো তুমি নিজের হাতে বলো না কেমন করে ?
"ভালো থেকো দীপ্তি আসবো না আর ফিরে।"
জানি তুমি ভালো থাকবে সমাজ সেবা করে। কেমন
করে বাঁচবো আমি হাজার স্মৃতির ভিড়ে ?

ভালোলাগা

Dwipanita Mondal
BA 3rd Year(General)
Tehatta Goverment College

সেদিনও ভোর হয়েছিল নিজের নিয়মে,
নির্জন, নিস্তব্ধ।
পাখিরাও ডেকে উঠেছিল
নিজের মতো।
আমিও ছিলাম নিজের মতোই
গতানুগতিক।
কিন্তু দুপুরটা ছিল একটু অন্যরকম,
হঠাৎ করেই ভালো লাগছিল।

আমার ঘরের ব্যালকণি দিয়ে
ঢুকে পড়া বেয়াদব রৌদ্রের উত্তাপ,
কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বরও লাগছিল
শ্রুতিমধুর!
ভালো লাগছিল আমার ভীষণ
অপছন্দের বস্তাপচা পুরোনো
বাংলা গানগুলিও.......

প্রিয় বাবা

Dwipanita Mondal
BA 3rd Year(General)
Tehatta Goverment College

[illegible] কিনারাটা ঘেঁষে দু পা ঝুলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতাম, কবে আসবে তুমি। হাত পায়ের কোথাও আঁচড় লাগলে দৌড়ে যেতাম তোমার কাছে আর গলা জড়িয়ে ধরে গাল ফুলিয়ে তোমায় দেখাতাম, তুমি আদর করে কোলে তুলে নিতে। খাঁ খাঁ দুপুরে ভাত ঘুমের ঘোরে আমায় জড়িয়ে ধরে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কখন কখন তুমি নিজেই ঘুমিয়ে পড়তে। আর আমি তোমার হাতটা আলতো করে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা আস্তে করে খুলে খাঁ খাঁ দুপুরে ভোঁ দৌড়। মনে আছে বাবা তুমি আমায় কোনো কোনো দিন ঘুম পাড়িয়ে রেখে চুপি সারে চলে যেতে বলে তোমার হাতটা আমার জামার ফিতে দিয়ে বেঁধে দিতাম, যাতে তুমি আমায় ছেড়ে না যেতে পারো। এভাবে লুকোচুরি, গোল্লাছোঁই আর ভাব-আড়ির ফাঁকে কাউকে কিছু না বলেই চলে আসতে হলো আমায়। আচ্ছা বাবা সেই জামাটা পরো এখন? সেই ক্যাটকেটে নীল রঙের জামাটা। যেটা ছিল তোমার খুব অপছন্দের। আচ্ছা বাবা মনে আছে, আমি পড়ানোর মাইনে পেয়ে তোমার জন্য একটা ঘড়ি এনেছিলাম। এজন্য মায়ের কাছে কত বকাটায় না খেয়েছিলাম। পরে অবশ্য তোমরা অনেক আদরও করেছিলে। তুমি সকল ব্যস্ততার মাঝেও আমায় রেডি করিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিতে। জানো বাবা, আর আমায় কেউ জড়িয়ে ধরে ঘুমায় না, আর কেউ রেডি করিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেয় না, হাজার দুষ্টুমি করলেও আর কেউ আমায় কান ধরতে বলেনা। তবুও............

তুমি আছো বলে কবিতারা প্রাণ পায়। তুমি আছো বলে আজও আমার সকাল গুণ গুণিয়ে ওঠে। তুমি আছো বলেই আমার চারপাশের পৃথিবীটা এতো সুন্দর, এভাবেই পাশে থেকো বাবা, পাশে থেকো আজীবন।

(কবিতা)

ঝান্ডা

Kaushik Biswas
BA 3rd Year(Bengali Honours)
Tehatta Government College

শ্রমীকদের হাতের ওই ঝান্ডা
তাদের বুক থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে
বর্তমানের এই সভ্যেরা
ক্রমশ তাদের উপর করছে অত্যাচার
তবুও তারা পিছু হটছে না আর।
স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সবাই ধরেছে ঝান্ডা
স্বাধীন হয়েছে দেশ
তবুও তারা কী পেয়েছে স্বাধীনতা
দূর থেকে শোনা যায় ওই হাঁক
তবুও তারা করছে প্রতিবাদ।
জঙ্গল থেকে আসছে চিৎকারের ধ্বনি
আর রাস্তা থেকে আসতে বুলেটের গাদাগাদি
সবাই যখন খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তির নীড়
তখন চারিদিক থেকে উঠে আসছে জনতার ভিড়।

কবির কলম

হে কবিতা তুমি এসেছিলে একমুঠো আশা নিয়ে
আমি তোমার পুজোর ডালি দিইনি ভরে।
তুমি এসেছিলে আমার কাছে একটি মাত্র শব্দ হয়ে
তোমাকে দেখবো বলে আমি বসে ছিলাম কবির কলম হয়ে
তোমার জন্য লিখেছিলাম একটু গল্প
আর দেখেছিলাম একটু স্বপ্ন।
স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখেছিলাম তোমাকে
ফিরে এসে দেখি তুমি বসে আছো কবির কলম হয়ে
লিখতে গিয়ে বারবার মনে পড়ে
যে দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম শরতের প্রভাতে
তুমি এসেছিলে আমার কাছে
নদীর ধারে ফোঁটা কাশফুল হয়ে।

আশার পরিণতি নিরাশা

Manasi Mandal
BA 1st Year(Philosophy Honours)
Tehatta Government College

গ্রামের নাম কুসুমপুর। সেই গ্রামের এক দরিদ্র চাষী শ্যামল দাস ও তার স্ত্রী সুমিত্রা দাস তাদের একমাত্র মেয়ে মৌমিকে নিয়ে সুখে বাস করত। ছোটবেলা থেকে মৌমি ছিল খুব মেধাবী, মেয়ে হিসাবে সে ছিল খুব সাধারণ। গ্রামের প্রাইমারি বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় সবগুলিতেই প্রথম স্থান অর্জন করত। মৌমির বাবা মার স্বপ্ন ছিল সে একদিন খুব বড়ো, ভালো একটা মানুষ হবে। তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের গন্ডি শেষ হবার পর তার বাবা-মা তাকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখেনি, অনেক কষ্ট করে শহরের এক নামী কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে হস্টেলের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বাড়ির বাইরে থেকেও কিন্তু মৌমির লেখাপড়া পুরো দমে চলছিল এবং একমাস যেতে না যেতেই সে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষকদেরও কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু তার পড়াশোনার আলোর মেঘে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সেই কলেজেই পি-পা-শা নামে তিনটি মেয়ে পড়ে। বড়ো ঘরের মেয়ে হওয়ায় টাকাকে টাকা এবং মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। পি-পা-শা অর্থে পিয়ালী,পাপিয়া ও শালিনী, এদের নজর পড়ল মৌমির উপরে। এরা দিন রাত এক করে ভাবতে লাগল কী করে মৌমিকে খারাপ পথে আনা যায়।

একদিন নিজের ঘরে বসে মৌমি পড়া তৈরি করছে এমন সময় তিনজনের প্রবেশ ঘটল। প্রথমে একজন তার টেবিলের বই গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে, মৌমি তাদের বারন করতে গেলে একজন বলল-এত পড়ে কী হবে? চল একটু খেলি বলে সামনে ছুঁড়ে দিল লুডুর বই, খেলতে বাধ্য করল মৌমিকে এবং খেলা শেষ করল রাত বারোটা নাগাদ। পরদিন সকালে উঠে মৌমি চোখে মুখে জল দিচ্ছে এমন সময় তারা আবার এল আর বললে আমাদের আজকের প্ল্যান আমরা সিনেমায় যাব। যাবার ইচ্ছা না। থাকলেও মৌমিকে বাধ্য করল যেতে। সেখানে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খাওয়াল পাউডারের মতো এক জিনিস, যা ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলল মৌমিকে, সেই অবস্থায় তাকে দিয়ে তার বাবার কাছে চিঠি লেখানো হল। চিঠি পেয়ে তার বাবা ১০০০ টাকা সহ চিঠি পাঠিয়েদিলেন। চিঠিতে লিখলেন তুই ভালো আছিস তো মৌমি, তুই মন দিয়ে লেখাপড়া কর যত টাকা লাগে আমি দেব, দরকার হলে আমার জমিটাও বেচে দেব। সামনের দুর্গাপূজাতে তুই আসবি তো? আমি তোর পথ চেয়ে বসে থাকব। চিঠির কথাগুলো মৌমিকে খুব ভাবাতে লাগল সে কি আদৌও তার বাবা-মার স্বপ্ন পূরন করতে পারবে নাকি তার আগেই ওই শয়তানগুলো তাকে শেষ করে দেবে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠল অত্যাচারের মাত্রা, পড়ার সময় দিতে পারে না, সবসময় ঘুম ঘুম ভাব আসে, নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগে। এই ভাবে আরও কিছুদিন গেল।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। সপ্তমীর দিন মৌমির বাবা-মা পথ চেয়ে বসে আছে তাদের সন্তান অনেকদিন পর তাদের কাছে ফিরবে কিন্তু মেয়ে আর আসে না, আসে তার খবর। বাবা ছুটে গিয়ে দেখে নৈহাটি রেলস্টেশনে পড়ে আছে মৌমির রক্তাক্ত নিথর দেহ। কেন এমনটা হল কিছুই বুঝতে পারে না সে, শুধু রক্তাক্ত দেহের পাড়ে কঠিন পাষানের মতো বসে থাকে।

নিস্ফল ভারত

Mujaiddin Sekh
BA 1st Year(Bengali Honours)
Tehatta Government College

বাঁচতে চাইনা আমি এই ভুবনে
বেঁচে কি হবে অন্যের অধীনে।
চাঁইনা আমার বিলাস বৈভব,
ফিরে পেতে চাই আমি শৈশব।
স্বাধীন ভারতের আজ একী হাল?
লুটছে ধনী কাঁদছে কাউলি।
সোনার বাংলা বন্দী যে আজ
রঙীন বাংলা জলে
স্বাধীন হয়ে দেখবো আমি
স্বাধীনতা কাকে বলে,।
টাকার খেলা চলছে দেশে
টাকাই আপন হয়েছে শেষে
চাকরী যে নেই বাড়ছে বেকার
আশার আলো? তাও যে আঁধার
ভালোবাসা আজ ভিখারিণী হয়ে
কাঁদছে অন্তরালে
স্বাধীন হয়ে দেখবো আমি
স্বাধীনতা কাকে বলে।
সত্যের জয় হয় নাকো আর
যেখানেই যাও মিথ্যাই সার
ঘুষের রাজত্ব ভারতবর্ষে
সব কাজেই হয় টাকার সোর্সে
ধনীরা আজকে হয়েছে নেতা
"গরীব হয়াটাও" একটাই কথা
ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েও
নেতাদের করতলে
স্বাধীন হয়ে দেখবো আমি
স্বাধীনতা কাকে বলে।

ছুটি

Poulami Mondal
B.A 1st Year (English Honours)
Tehatta Government College

ছুটি, চলনা একছুটে যায় এ সীমান্ত ছেড়ে
কোনো দুরদেশে অজানা পাড়ি দিয়ে।
যেখানে মাটিতে পা রেখে আকাশে ডানা মেলে
উড়ে যাবো একসাথে পাখা পেলে।
চলনা ছুটি, ভিক্টোরিয়ার বাগান ঘুরে, সেলফি তুলে
বসে দুজনে গপ্পো করি ওই পুলের ধারে।
বাস ট্রামের পাশে পাশে আমরাও হাঁটি পায়ে পা মেলে
তারপর না হয় হাওয়া খাবো ওই রেলের গেটে
চলতে চলতে কোথাও পেলে ফুচকা খাবো
তোর সাথে আমিও না হয় সঙ্গ দেব।
যেতে যেতে হবে দেখা তোর যতো বন্ধুর সাথে
দেখলেই তোর খোঁজ নেবে ওরা হাতে হাত রেখে।
তারপর কত promise করবে খোঁজ নেব, ফোন করবো তোকে
কিন্তু বাড়ি গেলেই সেই একা ফেলে রাখবে তোকে।
সবই জানি আমি, জানিস সবই তুই
তবুই আমরা একসাথে চুপ করে রই।
আচ্ছা, ছুটি হাঁটতে হাঁটতে সেই আগে বলা কথা
আবার যদি repeat করি তোকে?
তুই কী সেই আগের মতোই হেসে উড়িয়ে দিবি আমাকে?
জানি তারপর বলবি আমায় অনেক তো রাত হলো
এখন না হয় বাড়ি গিয়ে নিজের কাজ করো।
চলে গেলেই বলবি আমায় জানিস তো সব কিছু
তবু কেন আমায় খোঁচা দিস মিথ্যে বলে শুধু?
বাড়ি যেতেই আগের কথা পড়বে আমার মনে
মেঘ জমে তাই মনের ভিতর গভীর এক কোনে।
নীরবে তখন উত্তর দিই নিজেই নিজের মনকে-
জানি তোর এসব কিছুই লাগে না ভালো
তবুও জানিনা কেন তোর ওই 'দৃষ্টিহীন' চোখকে
আমি বড্ড বাসি ভালো।

স্বপ্ন ফেরি

Suraj Ali Sekh
BA 3rd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

জীবনে অনেক কল্পনা করি
সত্য ফলাতে গেলেই
মা অমনি বোকে বলে
এই দুধটি খেয়ে নেতো।
কত শত ভাবনা
পেনের বলের মাথায়
চাপা দেয় দূর্বা ঘাসের মতো
কোমল কচি পাতায়।
সীমানার ওই বাঁক নিয়েছে যেখানে
সেখানেই ফুটে ওঠে কদমের মতো
গুটি কয়েক শিউলির কুল।
কেবলি তারা বলে বেড়ায়
আমি এই তো
যেখানে একটি বিন্দু কচি ধানের মাথায়
ফুটে ওঠে ভোরের শিশির।

অপমৃত্যু

দুটি কচি কোমল সবুজ পাতা
একটু মাথা তুলতেই
মাড়িয়ে দেয় রোলারের নীচে।
চৈত্রের প্রখর তাপ নেবার মতো
ক্ষমতা তারও আছে
বসন্ত এসে গেলো
আকাশে বাতাসে সব ফুল যখন
ডালায় ডালায় প্রকৃতি ভবিয়ে তোলে
তখন সে কী জবাব দেবে
এই প্রকৃতির বুকে।

ছাত্রদল

Soumi Majhi
BA 3rd Year(Bengali Honours)
Tehtta Government College

গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ গেল
এবার এল শীত।
গাছগাছালির ঝরছে পাতা
মিষ্টি রোদে গীত।
সূর্য এখন অনেক দূরে-
তেজটাও বেশ কম
দুপুর বেলায় লুচির সাথে
জমবে আলুরদম।
নদীর ধারে চড়ুইভাতি
দারুন রকম মজা
রোদ মাখিয়ে জীভের স্বাদে
ভেলপুরি আর গজা।
পিঠে-পুলির গল্পটা বেশ
নতুন গুড়ের ছানা
শীত আসছে ঠান্ডা নিয়ে
আনন্দে নেই মানা
গরম জামা কিংবা চাদর
এসব নেই যাদের
ফুটপাথেতে সারারাত্তির
কষ্ট শুধুই তাদের
এদের ব্যথা ভাঙবে যারা
তারাই দেশের বল
সত্যিকারের শক্তি তারাই
তারাই ছাত্রদল।

নিয়তি

Anamika Roy
BA 3rd Year(Bengali Honours)
Tehatta Government College

পূর্বদিকের জানালা দিয়ে দিনের প্রথম আলো ঘরের মেঝে স্পর্শ করতেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে নিখিল। তার আগেই অবশ্য তার ঘুম ভেঙেছে। উঠে দেখে দাদা অখিল তখনো ঘুমোচ্ছে। নিখিলের তন্দ্রাছন্ন ভাব কাটলে তার মনে হতে থাকে ভোরবেলায় দেখা সুন্দর স্বপ্নের কথা। তার দিদিমার মুখে শোনা তার মায়ের অতীত জীবনের গল্প। সব কিছু যেন জলছবির মতো তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিলো। গল্পের সূচনা একালের নয়, সেকালের অর্থাৎ দেশ ভাগের সময় বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্থান নামে ঘোষিত হয়। সেই সময় হানাহানির কারনে বহু মানুষ নিজের সর্বস্ব ছেরে বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে আসতে বাধ্য হয় এবং ঠাঁই হয় উদবাস্তু হিসাবে। এই কারনে নিখিলের দাদু-দিদিমা বাংলাদেশের স্বচ্ছলতা ত্যাগ করে গোটা পরিবার নিয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হয়।প্রথমে তাদের ঠাঁই হয় রিফিউজি ক্যাম্পে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল সংখ্যাধিক। নিখিলের দাদু সুধির মন্ডল তার পাঁচটি সন্তান তিন মেয়ে দুই ছেলে, স্ত্রী, বিধবা একদিদি, বৃদ্ধা মা এই নিয়ে তার বিরাট পরিবার। সুধির বাবু এদেশে এসে দিন রাত পরিশ্রম করেন যাতে পরিবারটিকে দাঁড় করাতে পারেন এবং একই সঙ্গে সুনিপুন গৃহিনী হিসাবে তার সাথ দেন তার স্ত্রী উষা রানি দেবী। এই ভাবে স্বামী স্ত্রীর মিলিত প্রয়াসে সুধির বাবু কিছু টাকা জমিয়ে এবং কিছু ধার দেনা করে জমি কিনে একটি মাটির ঘর তৈরি করেন ও মাঠে কিছু জমি কিনে নিজের জমিতে চাষের কাজ শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি ধার দেনা মিটিয়ে সংসারটিকে স্বচ্ছল না করতে পারলেও আর্থিক দিক থেকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হন।

নিখিলের মা ছিল পরিবারের বড়ো মেয়ে। তার নাম ছিল মিনি। মিনি অত্যন্ত শান্তস্বভাবের ও স্থীরবুদ্ধির মেয়ে। দেখতে অপরূপ সুন্দরি ও মিষ্টভাষিনী এই মেয়েটিকে ভালোবাসতো না গ্রামে এমন মানুষ ছিল না। কারো ডাকে নিখিলের ঘোর কাটলে সে দেখতে পায় ছোটমাসি তাকে ডাকছে। তখনি তার খেয়াল হয় দিদিমার সাথে তাকে গরু নিয়ে মাঠে যেতে হবে। দাদা অখিল কখন পাশ থেকে উঠে গেছে সে খেয়াল করেনি। ঘরের বাইরে এলে দিদিমা তাকে কিছু খেয়ে বিশ্রাম করতে বলে। নিখিলের শরীর সত্যি ভালো ছিল না, গত রাত্রে তার একটু জ্বর এসেছিলো তাই সে বারান্দাতে ঢাকা দিয়ে রাখা পান্তা ভাত খেয়ে আর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং ঘরের খোলা ছোট জানালটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার ভাবতে শুরু করল তার মায়ের বিয়ের কথা। নিখিলের বাবার নাম প্রতাপ সরকার পাশের গ্রামের এক বিরাট চাষি বাড়ির ছেলে। কৃষ্ণকান্ত সরকার প্রতাপ কে নিয়ে মিনিদের পাশের বাড়িতে আসেন মেয়ে দেখতে। সেখানে হঠাৎ মিনিকে দেখে তাদের উভয়ের পছন্দ হয় মিনিকে। তারা সেই দিনই মিনির বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং এত বড়ো বাড়িতে মেয়ের সম্বন্ধ হবে শুনে কালবিলম্ব না করে সুধির বাবু প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। বেশ ধুমধাম করেই মিনির বিয়ে হয়। মিনির বিয়েতে সুধিরবাবুকে কিছু ধার দেনা করতে হয় তবে মেয়ের সুখের চিন্তার চেয়ে ঋনের বোঝা সুধির বাবুর কাছে বেশি বলে মনে হয় না। এবং বিয়ের পরও সবকিছু ঠিকঠাক চলতে থাকে।

অত বড়ো বাড়িতে মিনির প্রচুর কাজ এবং কোনো কাজে ত্রুটি হলে নানা কটু কথা শুনতে হত। সব কিছু মুখ

বুজে মেনে নিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতো মিনি সংসার করতে থাকে সরকার বাড়িতে। এই ভাবে সময় চলতে থাকে নিজের খেয়ালে। মিনি কয়েক বছরের ব্যাবধানে দুই সন্তানের মা হয়। প্রথম সন্তান অখিল ও পরে নিখিল। এই ভাবে মিনির বাকি জীবনটা কেটে যেতে পারত কিন্তু বিধতা মিনির ভাগ্যে অন্যকিছু লিখে রেখেছিলেন। মিনির বড়ো ছেলে অখিল জন্মাবার সময় কোনো সমস্যা না হলেও নিখিলের জন্মের সময় মিনির শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। একে বাড়ির বৌ তার ওপর গরিব পরিবারের মেয়ে তাই তার শারীরিক অসুস্থতার কথা তার স্বামী বা শ্বশুর বাড়িতে কারো মাথাতে আসেনি বা কেও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু কিছু বছর পর অবস্থার যখন অবনতি হয় তখন সকলের হুশ ফেরে। মিনিকে শহরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডাক্তার পরীক্ষা করে জানায় মিনির হার্টে একটি ফুটো আছে এবং অপারেশান না করালে আরো বড়ো কিছু অঘটন ঘটে যেতে পারে। ডাক্তারের কথা শুনে প্রতাপ মিনিকে সেই দিনই তার বাপের বাড়ি রেখে যায় এবং প্রতাপ ও তার বাড়ির লোকেদের বক্তব্য ছিল মিনির এই রোগ বিয়ের আগে থেকেই, সুতরাং তারা কোনো চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারবেন না। এই কথা শুনে অধির বাবু ভীষণ ভেঙে পড়েন। তিনি মিনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান এবং চিকিৎসার জন্য কত খরচ হতে হতে পারে তাও জানেন। অধির বাবুর সমস্ত পুজি দিয়ে দিলেও মিনির চিকিৎসার জন্য তা পর্যাপ্ত ছিল না এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কথা চিন্তা করেও তিনি সবটা দিতে পারলেন না। অসহায় সুধিরবাবু মিনি তার শ্বশুর বাড়ি নামক যমপুরিতে রেখে আসতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনার পর মিনির ওপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের অত্যাচার বাড়তে থাকে। প্রতাপ মিনিকে তার খাট থেকে নামিয়ে দেয় মিনির জায়গা হয় ঘরের মেঝেতে। বাড়ির সকলের খাবার পর যা বাঁচত তাই তাকে খেতে হত। এমন কি অসুস্থতার কারনেও সে কখনো কোনো কাজ থেকে অব্যাহতি পেত না। দিন দিন তার অসুস্থতা বাড়াতে থাকে। অপর দিকে মিনির চোখের সামনেই প্রতাপ দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য সেজে গুজে পাত্রী দেখতে চলে এবং বাড়ি ফিরে বাড়ির সকলের কাছে বিশেষ করে মিনিকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাত্রী দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানায়। আকাশের বাটি উল্টে রোদ নেমে আসছে জীর্ন ঘরের চাল বেয়ে। দুপুরের জনপদ ক্রমশ বাঁক নিচ্ছে বিকেলের দিকে। মানুষের গতি দম ফুরোনো খেলনার মতো কমে আসছে ক্রমশ। চারিদিকে অবাধ্য ভ্রমরার গুঞ্জন। এরই মধ্যে নিখিল আবার ডাকটা শুনতে পেল, এক ঘেয়ে একটানা ডাক। নিখিল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাঁকালো, কেও কি ডাকছে তাকে, নিখিল দরজা খুলে ছুটে বাইরে গেল, ও পড়ার কাশি মামা তার দাদুকে ডাকছে। দাদু মামার কাছে কি যেন শুনে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে গেলে। দুই ভাই দিদিমার কাছে জানতে পারে তাদের বাবা আজ বিয়ে করতে যাচ্ছে। তৎক্ষনাৎ অখিল ও নিখিল দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সন্ধ্যা নামার পর পর সেখানে পৌছায়। নিখিলদের সারা বাড়ি তখন আলোয় আলোয় আলোকিত। চাকরদের কাছে তারা জানতে পারে আজ মিনির অসুস্থতা বেশি হয়েছিল তাই প্রতাপ তাকে গোয়াল ঘরে আটকে রেখে দিয়েছিলো যাতে শুভ কাজে যাবার সময় মিনির মুখ তাকে দেখতে না হয়। তারা সকলে ছুটে যায় গোয়াল ঘরের দিকে এবং সেখানে মিনিকে পড়ে থাকতে দেখে। মিনির শারীরিক অবস্থা সত্যি খুব খারাপ ছিল। তার সারা শরীরে পিঁপড়ে ছেঁকে ধরছে। উষা দেবি ধীরে ধীরে পিঁপড়ে গুলি সরিয়ে মিনিকে বুকে করে সেখান থেকে বার করে গাড়িতে তোলেন। মিনিকে গাড়িতে বসানো হলে সে তার দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। অতপর জোরে একটা শ্বাস টেনে মিনি মারা যায়। তার সমস্ত কষ্টের সমাপ্তি ঘটে। প্রতাপের বিয়ে সমাপ্ত; বাড়ি ফেরার আগেই মিনির সৎকার সম্পন্ন হয়। মিনির মুখাগ্নি করে অখিল। ভোর রাতে সকলে শ্মশান থেকে ফিরে আসে আর নিখিল মিনির নিভে যাওয়া চিতার পাশে বসে থাকে।

বাংলা ভাষা

Soumi Majhi
BA 3rd Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

বাংলা আমার মাতৃভাষা
সবার চেয়ে সেরা,
সবুজ শ্যামল এ দেশ আমার
স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা।
বাংলা আমার মায়ের মুখে
মিষ্টি মধুর বোল,
কিম্বা বিলের সদ্য পাকা
ধানের দেদুল দোল ।
বাংলা আমার দূর অজানায়
বাঁধন হারা মুড়ি,
বিশ্বব্যাপী এই ভাষাটির
নেই তো কোনো জুড়ি।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
প্রাণের দোলায় গাঁথা
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
পেয়েছি স্বাধীনতা।

প্রসাদ

Sarmistha Mondal
BA 1st Year (Bengali Honours)
Tehatta Government College

তোমার দেয়া প্রসাদ দিয়ে শুরু হলো দিন,
এভাবেই বাড়তে থাকুক বন্ধুত্বের ঋণ।
গ্রহণ যত করবে তুমি আমায় করবে ঋণী,
চলতে থাকুক বন্ধুত্বের স্বপ্ন বিকিকিনি।
পেশার মাঝে নেশায় মতো কখন তুমি এলে!
বুকের মাঝে বদ্ধপাখি উড়লো ডানা মেলে।
ঘুমন্ত এক স্বত্ত্বা ছিলো নিজের মতো করে,
বুকটা করে দুরুদুরু যায় বুঝি সে মরে।
বুকের মাঝে স্বপ্নগুলো জ্বলে হোক ছাই,
ভালো থেকো স্বপ্নে থেকো আর কিছু না চাই।

Sumana Mandal
BA 1st Year (Philosophy Honours)
Tehatta Government College

Anindita Biswas
BA 2nd Year (History Honours)
Tehatta Government College

ACADEMIC STAFFS

Principal/Officer-in-charge: Dr. Gobardhan Rano (M.Sc, B.Ed, PhD)

Department of Bengali

1. Dr. Sibsankar Pal (M.A., B.Ed, PhD), Head of the Department
2. Nitish Ghosh (M.A., B.Ed, PhD pursuing)

Department of English

1. Saswata Kusari (M.A., pursuing PhD), Head of the Department
2. Saidul Haque (M.A., PG Diploma in Digital Humanities, MPhil)

Department of History

1. Raghunath Roy (M.A., B.Ed, PhD pursuing), Head of the Department

Department of Political Science

1. Pritin Dutta (M.A., PhD pursuing), Head of the Department
2. Avijit Saha (M.A., MPhil, B.Ed)

Department of Philosophy

1. Liza Dutta (M.A., MPhil, PhD pursuing), Head of the Department
2. Md. Najir Hossain (M.A., B.Ed)

Department of Mathematics

1. Dr. Gobardhan Rano (M.Sc, B.Ed, PhD), Officer-in-Charge
2. Dr. Supratim Mukherjee (M.Sc, B.Ed, PhD), Head of the Department

Department of Physics

1. Dr. Swarup Ranjan Sahoo (M.Sc, PhD), Head of the Department
2. Dr. Jyotirmoy Maity (M.Sc, PhD)

Department of Chemistry

1. Dr. Sk Basiruddin (M.Sc, PhD)

College Staffs

1. Ashok Kr Mahanto (Head Clerk)
2. Md. Rafi Ali (Data Entry Operator)
3. Krishna Kanti Haldar(Office Staff)
4. Sadhan Bairagya (Office Staff)
5. Sankar Kumar Biswas (Office Staff)
6. Md. Jamat Ali Sk (Office Staff)
7. Dibakar Mondal (Office Staff)
8. Subrata Halder (Office Staff)
9. Debabrata Mondal (Office Staff)
10. Puspita Saha (Office Staff)

২০১৭ - ১৮ শিক্ষাবর্ষের কিছু মুহূর্ত

নবীন বরণ - ২০১৭

প্রাক-শারদীয়া - ২০১৭

সরস্বতী পূজা - ২০১৭

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০১৭

শিক্ষক দিবস - ২০১৭

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০১৭

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

ধনধান্য

বার্ষিক পত্রিকা ২০১৭-২০১৮

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. গোবর্দ্ধন রানো কর্তৃক তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে : আই সফট সলিউসন, কৃষ্ণনগর, নদিয়া